International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 338-350
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.228

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষাব্যবস্থায় ‘সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগ’কে কেন্দ্রে রেখে ‘আমার বই’ নির্মাণ কৌশল: পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সেখ সামিম আলি
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore’s ‘Sahaj Path – Part II’ has been placed at the center of the West Bengal Government’s Class II textbook ‘Amar Boi’. In ‘Sahaj Path’, vowels and consonants are taught through verse. In addition, elements of prose, poetry, rhymes, stories, and even mathematics can also be observed.

Like ‘Sahaj Path’, ‘Amar Boi’ also incorporates a child-centered approach to education. For any kind of learning, language education and the development of linguistic expression are extremely important. Therefore, placing ‘Sahaj Path – Part II’ at the core of ‘Amar Boi’ is a very significant step for fostering both language learning and expressive skills.

In ‘Sahaj Path – Part I’, the use of rhythmic or lyrical prose is seen throughout. However, toward the end of ‘Sahaj Path – Part II’, features of standard prose and narrative storytelling begin to appear. While teaching conjunct consonants, both pronunciation and writing methods should be taught. A significant number of conjunct consonants can also be observed in Tagore’s ‘Sahaj Path’.

The familiar words and known subjects presented in ‘Sahaj Path’ have also been connected to the teaching of the English language. In the process of learning a second language, there is a clear effort to base instruction on the child’s real-world language—that is, their first language while also taking into account the characteristics and diversity of the region.

In the construction of ‘Amar Boi’, an integration of mathematics and language has been achieved. A similar integration of language and mathematics can also be observed in Tagore’s ‘Sahaj Path’. Teachers are expected to practice and present the lessons in such a way that students feel the teacher is learning along with them. At the same time, teachers should try to learn something from the children as well.

Following the model of ‘Sahaj Path’, the first part of ‘Amar Boi’ primarily provides nature-centered education to children. In the second part, children learn about society, and in the third part, a blended understanding of both society and nature is developed. Therefore, ‘Sahaj Path’ can rightly be considered the central foundation of ‘Amar Boi’.

Key Words: Lyrical prose, Child centered, Sahaj Path, Amar Boi, Integrated learning

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘সহজপাঠ’ দ্বিতীয় ভাগ’কে রাখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণির ‘আমার বই’ নির্মাণের কেন্দ্রে।[১] ‘সহজপাঠ’ এমন একটি বই যা সমন্বিত শিখন বা ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং এর কথা বলে।[২] বর্তমান দিনের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সমন্বিত শিখন অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। ‘সহজপাঠ’ -এ আছে

পদ্যের মাধ্যমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের শিক্ষা, এছাড়াও গদ্য, পদ্য, কবিতা, গল্প ও গণিতের শিক্ষাও লক্ষ্য করা যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি 'আমার বই' নির্মাণের ক্ষেত্রে গণিত ও ভাষার সঙ্গে একটা সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠেও গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। যেমন – 'ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ'[৩]

এখানে গণিতের বিমূর্ত বিষয়টি পরোক্ষভাবে থেকে যাচ্ছে। এখন শিশুদের যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে কয়টি শাক ও কয়টি মাছের কথা বলা হয়েছে। তখন দেখা যাচ্ছে ভাষায় প্রকাশিত বস্তুগত বিষয়টি বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। এখানে ভাষা ও গণিতের একটা সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভাষার মাধ্যমে শিশুর মনে বিমূর্ত চিন্তা তার অজান্তেই প্রবেশ করে যাচ্ছে। আর একটি উদাহরণ দেখা যাক-

> ''আর বস্তা থেকে গুণতি করে ত্রিশটি আলো আনা চাই''[৪]

এখানে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বিমূর্ত ধারণাটিকে দিয়ে দিলেন। শিশুরা যদি বাস্তব জগতের বস্তুগুলো গুণে গুণে বিমূর্ত ধারণার দিকে যায় তাহলে তাদের কাছে গণিত শিক্ষা অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে।অন্যদিকে 'আমার বই'য়েও লক্ষ্য করা যায় ছবি গুণে গুণে বিমূর্ত সংখ্যা লেখানোর প্রচেষ্টা। বিশেষ করে পাটিগণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ও বিমূর্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে একটা সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। বিমুর্ত সংখ্যার ভাবস্তরটি নির্ভর করে ভাষার উপর। যেমন-

> "ফুলের কাছে বাঁদিক থেকে ৫টি প্রজাপতি ও ডান দিক থেকে ৮টি প্রজাপতি উড়ে আসছে। এখন ফুলের কাছে মোট কটি প্রজাপতি আছে দেখি"[৫]

এখানে ভাষা বস্তুগত ধারণা ও বিমূর্ত ধারণার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করছে। এখানে ভাষার ভাবস্তরে নির্ভর করছে এটা যোগ করা হবে নাকি বিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ এখানে যোগ করার জন্য শিশুটিকে ভাষার ভাবস্তরটিকে আয়ত্ত করতে হচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোনও শিক্ষার জন্য ভাষা শিক্ষা ও ভাষার ভাবস্তরের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার ভাবস্তরের শিক্ষার জন্য 'সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগ'কে 'আমার বই' নির্মাণের কেন্দ্রে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।

'সহজপাঠে'র মতো 'আমার বই'য়েও শিশুকেন্দ্রিক বা Child centred শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, শিশু কী শিখতে চাইছে সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ 'সহজপাঠ' নির্মাণ করেছিলেন শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝেই। 'সহজপাঠে'র পরতে পরতে রয়েছে শিশু মনস্তত্ত্ব। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে যে 'নৃত্যগদ্য' ব্যবহার করা হয়েছে তা শিশুরা নিজে থেকেই পড়তে চাইবে। কবিতা, গদ্য, পদ্য ও গল্পের সংমিশ্রণে বইটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে শিশুদের অজান্তেই তারা বৈচিত্র্যময়তার জগতে প্রবেশ করে।

'সহজপাঠ' প্রথম ভাগে পুরোপুরি নৃত্যগদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু 'সহজপাঠ' দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশে নৃত্যগদ্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এবং শেষের দিকে সাধারণ গদ্য ও গল্পের গদ্যের লক্ষণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে 'সহজপাঠ' দ্বিতীয় ভাগ যখন একজন শিশু পড়বে তখন সে স্বভাবতই একটু বড় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ কারণেই শিশুদের জন্য সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগ'কে দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অন্যদিকে 'আমার বই'য়েও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষণ পাওয়া যায়। যেমন- বইটির ৩ থেকে ২৫ পাতা জুড়ে যুক্ত ব্যঞ্জন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৬] তবে এই যুক্তবঞ্জন শেখানো হয়েছে বিভিন্ন গল্প অবলম্বন করে! যেমন- [নমুনা ১] আলিবাবা কচ্চিৎ এ পথে আসে ঘনবনে এগোনো শক্ত ডালপালায় ধাক্কা দিয়ে ঘোড়া এগিয়ে চলে। শুক্লা তিথির চাঁদের আলোয় ভাসছে চারপাশ।[৭]

যুক্তব্যঞ্জন গুলিকে লাল কালিতে ভিন্ন করা হয়েছে। গল্প শিশুরা পছন্দ করে তাই তাদের মন বুঝে গল্পের মাধ্যমে যুক্ত ব্যঞ্জন শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটা যুক্তব্যঞ্জনেই একটা ধনাত্মক ক্রিয়া থাকে। এই ধনাত্মক ক্রিয়া শিশুদের পাঠ মনোযোগকে বৃদ্ধি করে। শিশুরা যুক্ত ব্যঞ্জন শুনতে ও বলতে পছন্দ করে, কিন্তু কীভাবে এই যুক্ত ব্যঞ্জন তৈরি হচ্ছে তা তারা সহজে বুঝতে পারে না। শিশুদের যুক্ত ব্যঞ্জন শেখাতে হলে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, এক- ব্যঞ্জন দুটির সমতা কিংবা পার্থক্য যেমন- ক+ক = ক্ক অথবা ক+ল = ক্ল। এবং দ্বিতীয়টি হলো, ব্যঞ্জন দুটি কীভাবে একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন- মুখ্য, এখানে খ +য = খ্য কিন্তু এর উচ্চারণ [খ + ও = খ্য] এর সমতুল্য। অর্থাৎ যুক্ত ব্যঞ্জন শেখানোর ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ ও শব্দের লিখন রীতি দুটোই শেখানো উচিত। কারণ, আমাদের এটা মনে রাখতে হবে বাচ্চারা যুক্তব্যঞ্জন শেখার আগে যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠেও প্রচুর পরিমাণে যুক্তব্যঞ্জন লক্ষ্য করা যায়। তবে তা সাহিত্যগুণে নৃত্যগদ্যে পরিণত হয়েছে।

এরপর vowel and consonent সম্পর্কে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রথম শ্রেণিতেই তারা ভাওয়েল সাউন্ড সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা পেয়েছে। এরপর এখানে তাদের স্মল লেটার ও ক্যাপিটাল লেটার সম্পর্কে পরিচিতি করানো হয়েছে। এবং ক্যাপিটেল লেটার কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবং শেষে এর উপর ভিত্তি করে কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে। এরফলে শিশুদের পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূল্যায়ন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান দিনে শিশুকে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে যা যা শেখানো হয়েছে সেগুলি হল- সংখ্যা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন নাম, বস্তুর নাম, প্রাণীর নাম- এর পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে। এবং ইংরেজিতে যে সংখ্যা শেখানো হয়েছে সেখানে দুটো শব্দের একটি ছোট্ট বাক্য ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে বাচ্চারা তার চেনা পরিচিত বস্তু বা প্রাণীর মাধ্যমে সংখ্যা মনে রাখতে পারে। যেমন– One cat, Two dogs, Three bugs ইত্যাদি।[৮] যেহেতু প্রথম ভাষা থেকে দ্বিতীয় ভাষা শেখা যে কোনও শিশুর কাছেই অবাস্তব জগতের ভাষা। তাই আমাদের মনে রাখা উচিত কীভাবে সেই অবাস্তব জগতের ভাষাকে শিশুর বাস্তব জগতে নিয়ে আসা যায় সে সম্পর্কে তার পরিচিত বিষয়গুলোকে যদি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার বস্তুগত ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে শিশুরা খুব সহজেই দ্বিতীয় ভাষা শিখতে পারবে এজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' বইকে কেন্দ্রে রাখা হয়েছে অর্থাৎ 'সহজপাঠে' যেসব পরিচিত শব্দগুলি রয়েছে বা যে চেনা পরিচিত বিষয়গুলি আছে সেগুলির সঙ্গে যোগ রাখা হয়েছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই শ্রেণিতেই রবীন্দ্রনাথের একটি গান দেওয়া হয়েছে। গানটির কয়েক লাইন নিম্নে তুলে ধরা হলো-

"আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন ভরা
আলো নয়ন ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে-
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয় বীণার মাঝে..." ইত্যাদি।[৯]

বলাই বাহুল্য, শিশুদের এই গানের মাধ্যমে শিক্ষাকে আনন্দপুর্ণ ও আতঙ্কহীন করে তোলার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কবিতার ছন্দ এবং গানের সুর একজন শিশুকে অনেক আনন্দ দেয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। তাই শিশুদের জন্য পাঠ্য বইয়ে গান অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। আলো না থাকলে কোনও কিছুরই সৌন্দর্য অনুভব করা যাবে না, অন্ধকারের সৌন্দর্য ব্যতীত। শিশুরা যাতে আলোর গুরুত্ব বোঝে এবং প্রকৃতির মাঝে যে সমস্ত প্রাণী পশু পাখি কীটপতঙ্গ আছে তাদের সঙ্গে যাতে নিবিড় ভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং প্রকৃতির সমস্ত বিষয়কে তারা যাতে ভালবাসতে পারে, এই টান তৈরির জন্য এই

গানটির গুরুত্ব আছে। হয়তো শিশুরা এই গানটি গাইবে পড়বে কিছুটা বুঝবে হয়তো বা কিছুটা বুঝবে না। এই না বুঝার জায়গাটা শিশুর পরবর্তী জীবন তাকে আপনা আপনিই বুঝিয়ে দেবে। তবে এই গান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপরের গানটি সুর ও ছন্দ মিলিয়ে গাইবে"[১০]

তাহলে সহজেই বোঝা যাছে যে শিশুদের শুধুমাত্র গানের আনন্দ দেওয়া হচ্ছে, গানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। এখানে শিখন পুরোপুরি ভারমুক্ত হতে পারছে। তবে এখানে তারা গান পাঠেরও সুযোগ পাচ্ছে। যে গান তারা অডিওতে শুনে আসছে সেই গানের পাঠ পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। যেহেতু শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী বার বার বলা হচ্ছে যে শিক্ষক সহায়ক হিসাবে কাজ করবেন, তাই শিক্ষক পাঠ্য বিষয় গুলি এমন ভাবে অনুশীলন করবেন যে, বিষয়গুলি এমন ভাবে মুখস্থ করে আত্মস্থ করবেন, শিশুরা যেন ভাবতে পারে শিক্ষক আমাদের মতন কিছু শিখছেন। এবং শিক্ষক শিশুদের কাছ থেকে কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করবেন। এর ফলে শিশুদের শিক্ষার প্রতি অনেক আগ্রহ বাড়বে। এবং শিক্ষাকে প্রকৃত শিশুকেন্দ্রিক করা যাবে বলে আমরা অনুমান করছি।

এবং এরপরই আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'প্রভাত বর্ণন' পাঠ্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে, যেটি লিখেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, নিম্নে কয়েক লাইন দেওয়া হলো-

"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমও কলি সকলি ফুটিলো
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"[১১]

শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলার জন্য গান ও কবিতার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কবিতাটির অনেক বিশেষত্ব আছে, কবিতাটির প্রাথমিক দিকে কবি প্রকৃতি থেকে এমন কিছু ছবি তুলে ধরেছেন যেগুলোর মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আসলে তিনি এই কাজগুলো দেখানোর মাধ্যমে শিশুদের পড়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। এবং শেষে তিনি দুটি নীতি শিক্ষামূলক চরণ দিয়েছেন-

"উঠো শিশু মুখ ধোও পরো নিজ বেশ
আপন পাঠাতে মন কারোহ নিবেশ।।"[১২]

আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হয়ত এ কথা মাথায় রেখেই এ রকম কবিতা পাঠ হিসাবে রাখা হয়েছে। ছোটবেলায় শিশুর মধ্যে নৈতিক শিক্ষার বিকাশ না হলে, বড় বয়সে তার জীবনে অন্ধকার নেমে আসতে পারে। শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, শিশুদের এটা করা ঠিক, আর এটা করা ঠিক নয় এভাবে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। মহাপুরুষদের টুকরো টুকরো ভালো জীবনের পাঠ দিয়ে কিংবা গল্পের ঢঙে খারাপ মানুষদের জীবনের শাস্তি দেখিয়ে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাতে শিশুরা নিজে থেকেই খারাপ ও ভালোর ফারাক অনুধাবন করতে শেখে।

তারপর আমরা লক্ষ্য করেছি ইংরেজিতে ছোট ছোট গল্প শিক্ষা দিতে, যেমন –

"There are six members in our family. They are my grandfather, grandmother father, mother, sister, and me. My father is a teacher. He teaches English. My mother is a housewife. She takes good care of us. My sister reads in class three. I am in class two. We are a very happy family."[১৩]

ইতিমধ্যেই শিশুরা সহজপাঠের মধ্যে তাদের পরিবার সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছে। এখানেও সেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ই ঘুরে-ফিরে আসছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিশুর বাস্তব জগতের ভাষা অর্থাৎ তার প্রথম ভাষাকে কেন্দ্র করে এবং সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যতার ওপর লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যাতে শিশুরা দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তারা যাতে সেই ভাষার মতো করে ভাবতে শুরু করে, সেই দিকেও বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হবে। প্রথম শ্রেণির বইগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের চেনাজানা বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেই দ্বিতীয় ভাষার বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে অর্থাৎ শিশুটি প্রাথমিকভাবে তার নিজের ভাষায় নিজের ভাবনায় ভাবতে ভাবতে সে একদিন দ্বিতীয় ভাষা বা ইংরেজিতেও ভাবতে আগ্রহী হবে।

এরপর শিশুদের ছোট এবং বড় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর ছবির মাধ্যমে। এরপর শিশুদের কম ও বেশি ধারণা দেওয়া হয়েছে জার এর মধ্যে তরল রাখার মাধ্যমে। এরই সঙ্গে ভিতরে ও বাইরে থাকার বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, খাঁচা ও মুক্ত পরিবেশে ছবির মাধ্যমে। এরই সঙ্গে হালকা ও ভারীর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বড় ও ছোট আকারের বস্তুর মাধ্যমে। সামনে ও পেছনে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মাঠে শিশুদের দৌড়াদৌড়ি করার ছবির মাধ্যমে। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, শিশুর মধ্যে এই পৃথিবী সম্পর্কে বৈপরিত্য বোধ যাতে গড়ে ওঠে। এবং শিশুদের মধ্যে যাতে তুলনামূলক তত্ত্বের বোধ জন্মায় তার অগ্রিম পদক্ষেপ বলা চলে। এই সহজ তুলনাগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতে কীভাবে সে বস্তুজগত ও প্রাণীজগতের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করবে।

'আমার বই' প্রথম পর্বে আর যেসব শিক্ষাগুলো দেওয়া হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো, যেহেতু আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য 'সহজপাঠ'কে কীভাবে কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এবং কীভাবে একই ধরণের শিক্ষা বারবার আবর্তিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনার স্বার্থে, যথা-

- Less than and greater than বিমূর্ত মাধ্যমে ছোট ও বড় নির্ণয় করা।[১৪]
- একক ও দশকের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কাঠিতে বল বসাই এর মাধ্যমে।[১৫]
- টাকার ছবি দেওয়া হয়েছে এবং পাশে সেই অনুযায়ী কী কী জিনিস কেনা যেতে পারে সেটাও দেওয়া হয়েছে, যাতে শিশুদের মধ্যে জমা ও খরচের ধারণা তৈরি হয়।[১৬]
- জাতীয় সংগীতকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত করা হয়েছে।[১৭]
- অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বর্ষার দিনে' কবিতাটি পাঠ্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে।[১৮]
- ইংরেজিতে দিন ও মাসের নামের ধারণা দেওয়া হয়েছে।[১৯]
- পাটিগণিত ভিত্তিক যোগ ও বিয়োগ শেখানোর প্রচেষ্টা আছে।[২০]
- কার্ড-এর মাধ্যমে সংখ্যা বাড়ানোর একটা ক্রোনোলজিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[২১]
- পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'বাদল দিনে' গল্পটি পাঠ্য রয়েছে।[২২]
- ইংরেজিতে কবিতার মাধ্যমে কোন মাসটি কতদিনের সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[২৩]
- বাংলার ঋতু এবং সেই ঋতুর বিশেষ ফুল বা ফল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[২৪]
- সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বারোমেসে' কবিতাটি পাঠ্য রয়েছে।[২৫]
- রঙিন কার্ডের মাধ্যমে স্থানীয় মান ও প্রকৃত মানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[২৬]
- এবং বিশেষ বিশেষ কর্মপত্র নির্মাণ করা হয়েছে।[২৭]

আমরা লক্ষ্য করেছি 'আমার বই' প্রথম পর্বটি দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে শিশুর পাঠ পদ্ধতিকে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিন্তাভাবনা করা

হয়েছে শিশুর খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার পদ্ধতি বিষয়ে। দুটো পদ্ধতিই শিশু শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বইয়ের মধ্যে মুক্ত পরিবেশকে এমন ভাবে পাঠ্য করা হয়েছে যাতে তারা শ্রেণিকক্ষের মধ্যেও উপলব্ধি করতে পারে যে তারা মুক্ত পরিবেশের মধ্যেই পড়াশোনা করছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পরিবেশের একই বিষয় বারবার আবর্তিত হয়েছে, যাতে শিশুদের বিষয়গুলি মনে গেথে যায়। উপরের সব বিষয়গুলির সঙ্গে সহজপাঠের ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। এই পর্বটিতে বিশেষ করে প্রকৃতি কেন্দ্রিক ভাবমূল রয়েছে।

'সহজপাঠে'র সঙ্গে 'আমার বই' প্রথম পর্বের যথাযথ ভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়নি। 'সহজ পাঠে'র একটি পাঠের সঙ্গে সহজপাঠের আর একটি পাঠের মিল নেই। এর মনস্তত্ত্ব হল, শিশুরা হলো প্রকৃতির সৃজনশীল অগোছালো জীবন। কোনও শিশুই প্রাথমিক ভাবে ক্রোনোলজির শিক্ষা নিতে পছন্দ করে না, তারা ঘর-বাইরের সমস্ত জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতেই বেশি পছন্দ করে। তাই প্রাথমিক ভাবে শিশুদের ক্রোনোলজিক্যাল শিক্ষা দিতে নেই। তাই শিশুদের অগছালো ভাব থেকে ক্রোনোলজির দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমার বই নির্মাণের ক্ষেত্রে তাই প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, ও গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে অগোছালো ভাবে, তিনটি বিষয় মিশিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শিশুর মধ্যে ক্রোনোলজিক্যাল সেন্স অগোছালো ভাবমূলের সঙ্গে আস্তে আস্তে তৈরি হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এ কারণেই একটি পাঠের সঙ্গে আর একটি পাঠের মিল রাখেন নি। তাই সহজপাঠের বিষয় গুলি ছোট ছোট এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। সামাজিক বিভিন্ন দিকগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সহজপাঠের এই মনস্তত্ত্ব মাথায় রেখেই আমার বই'কেও প্রত্যেকটি বিষয়ের আবর্তন দু'এক পাতার মধ্যেই আবর্তিত করা হয়েছে।

এরপর আমরা দেখে নেব 'আমার বই' দ্বিতীয় পর্বে কী কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং সেটা কীভাবে সহজপাঠের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। যথা-

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগুনের পরশমণি নামক গান।[২৮]
- বিভিন্ন শাক সবজির ইংরেজি নাম [২৯]
- সুখলতা রাও এর 'অন্যখানে' নামক কবিতা।[৩০]
- ইংরেজিতে একটি ছড়া 'Tomatoes are red, beans are green[৩১]
- 'উচিত শিক্ষা' নামক প্রচলিত গল্প।[৩২]
- জ্যামিতিক চিত্র দিয়ে বিভিন্ন ছবি আঁকানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।[৩৩]
- পশুপাখিদের বিভিন্ন কার্যকলাপ।[৩৪]
- That and this এর মধ্যে পার্থক্য।[৩৫]
- A and An এর ব্যবহার।[৩৬]
- সরল দে'র 'অতিথ পাখি' নামে একটি কবিতা আছে।[৩৭]
- শিশুদের ইংরেজিতে বাক্য লেখার কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে।[৩৮]
- ইংরেজিতে Flip-Flap! Flip-Flap নামক একটি কবিতা।[৩৯]
- শঙ্খ ঘোষের 'বেলুনবাড়ি' কবিতাটি পাঠ্য আছে।[৪০]
- বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে ছোট ছোট সরল দেওয়া হয়েছে।[৪১]
- Insects All Arround নামক ইংরেজি কবিতা।[৪২]
- বন্দে আলী মিঞা'র 'আমাদের গ্রাম' কবিতাটি পাঠ্য রয়েছে।[৪৩]
- নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধির পরীক্ষা' পাঠ্য রয়েছে।[৪৪]

- রজনীকান্ত সেনের 'পরোপকার' কবিতাটি পাঠ্য রয়েছে।[৪৫]
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'গাছে গাছে' কবিতাটি পাঠ্য রয়েছে।[৪৬]
- বিনয় মজুমদারের 'আমার বাড়ির কাছে' কবিতাটি পাঠ্য রয়েছে।[৪৭]
- ছোট ছোট গুণ ও ভাগের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৪৮]
- নির্মলেন্দু গৌতম-এর 'ও রোদ্দুর' কবিতাটি পাঠ্য রয়েছে।[৪৯]
- Some Teddy Bears নামক একটি ইংরেজি ছড়া।[৫০]
- দল গঠনের মাধ্যমে ভাগের শিক্ষা।[৫১]

এখানে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলাদা ভাবে আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি না। 'আমার বই' (দ্বিতীয় পর্বে) যে ভাবমূলকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হল, একজন শিশুর সমাজ সম্পর্কে যেন সঠিক বোধ তৈরি হয় সে সম্পর্কে এই পর্বটিতে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশিত হয়েছে। আমরা দেখেছিলাম 'আমার বই' প্রথম পর্বে শিশুদের প্রধানত প্রকৃতি কেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরপর শিশুরা দ্বিতীয় পর্বে সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা পাচ্ছে। গণিত, ইংরেজি ও বাংলার প্রত্যেকটা বিষয়েই সমাজ বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজে শিশুরা কীভাবে নিজেদের শিক্ষাকে প্রয়োগ করবে সে সম্পর্কেই বিশেষ ভাবমূল তৈরি করা হয়েছে।

সুখলতা রাওয়ের 'অন্যখানে' কবিতাতেও হাট বাজারের সমাজবদ্ধ জীবনের ছবি আছে । 'উচিত শিক্ষা' গল্পটিতেও পশু-পাখিদের সমাজ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। 'অতিথ পাখি' কবিতাতেও পাখি জীবনের দলবদ্ধ জীবনের কথা আছে। শঙ্খ ঘোষের 'বেলুন বাড়ি' কবিতাটিতেও সমাজবদ্ধ জীবনের মধ্যে হৃদয়ের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। বন্দে আলী মিঞা'র 'আমাদের গ্রাম' কবিতাতেও মানুষদের মিলেমিশে থাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও একটা সমাজিবদ্ধ জীবনের চেহারায় ফুটে উঠেছে। যেমন-

> "আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
> থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
> পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
> একসাথে খেলি আর পাঠশালে যায়।"[৫২]

বুদ্ধির পরীক্ষা গল্পটিতেও সমাজকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির ছবি ফুটে উঠেছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'র 'গাছে গাছে' কবিতাতেও যে ফলমূলের কথা বলা হয়েছে তা মানব জীবনের আহার। অর্থাৎ এখানে সমাজের প্রতিফলনই বোঝা যাচ্ছে। বিনয় মজুমদারের 'আমার বাড়ির কাছে' কবিতাতেও মানুষের ট্রেন চলাচল জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। এখানেও সমাজ প্রধান হয়ে উঠছে। নির্মলেন্দু গৌতমের 'ও রোদ্দুর' কবিতাটিতেও রোদ্দুরে বসে ছেলেমেয়েদের হাতের লেখালেখি ও পড়াশোনার কথা উঠে এসেছে।
'Tomatoes are red' ছড়াটিতেও মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারের কথায় ফুটে উঠেছে। 'Flip-flap' ছড়াটিতেও ছেলে-মেয়েদের ঘুড়ি ওড়ানোর দৃশ্য আছে। 'Insects all around' ছড়াটিতেও শিশুদের কীটপতঙ্গ সম্পর্কে পরিচিতি করানো হচ্ছে।

অর্থাৎ এই পর্বটিতে সামগ্রিক ভাবে সমাজ জীবনের গুরুত্ব বোঝানোর লক্ষ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কখনও প্রকৃতি এসেছে কিন্তু সেটা সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। শিশুদের সমাজ বোধ যাতে তৈরি হয় শিক্ষাতে বিশেষ ভাবে সেটা নজর দিতে হবে।
আমরা এক নজরে দেখে নিই 'সহজপাঠে' সমাজ সম্পর্কে কী কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে-

- কংস বধের অভিনয়।[৫৩]

- আদ্যনাথ বাবুর কন্যার বিবাহ। [৫৪]
- বকশিগঞ্জের হাটকে কেন্দ্র করে ব্যবসা। [৫৫]
- বিভিন্ন কীটপতঙ্গদের আক্রমণে কৃষকদের ক্ষতি। [৫৬]
- অতিথি আপ্যায়ন ও ঘরের সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখা।[৫৭]
- বর্ষাকালে জনজীবনের ভোগান্তির দৃশ্য।[৫৮]
- ছুটিতে উস্রি নদীতে ভ্রমণ করার দৃশ্য। [৫৯]
- সাংসারিক জিনিসপত্র কেনাকাটার সম্পর্কে ধারণা তৈরি। ...ইত্যাদি।[৬০]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের মধ্যে সমাজবোধের প্রবল প্রচেষ্টা করেছেন 'সহজপাঠ' রচনার মাধ্যমে। 'সহজপাঠ' দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে 'আমার বই' দ্বিতীয় পর্বের সমাজ ভাবনার সঙ্গে অনেকটা ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। এই পর্বটিতে 'সহজপাঠ' সম্পর্কে কোনও কর্মপত্র দেওয়া হয়নি। শিশুদের সমাজবোধ তৈরির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও সমাজ সংগঠনের দিক, সমাজবৈচিত্র্যতার দিক শিশুদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এখন আমরা দেখে নিই 'আমার বই' (তৃতীয় পর্বে) কী কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিম্নে ক্রমান্বয়ে দেওয়া হলো-

- পাটিগণিতের মাধ্যমে ভাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৬১]
- লীলা মজুমদারের 'হাতির মা' গল্পটি পাঠ্য রয়েছে।[৬২]
- সুকুমার রায়ের 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক কবিতা পাঠ্য রয়েছে।[৬৩]
- I love little pusssy নামক ইংরেজি ছড়া।[৬৪]
- ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৬৫]
- এক একটা ছবির মাধ্যমে ইংরেজিতে এক একটি বাক্য দেওয়া হয়েছে।[৬৬]
- 'বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ' সম্পর্কে একটি পাঠ রয়েছে।[৬৭]
- গাছপালা, পশু-পাখিদের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রচেষ্টা করানো হয়েছে কর্মপত্রের মাধ্যমে।[৬৮]
- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'মেঘের মুলুক' নামক ভ্রমণ কাহিনি পাঠ্য রয়েছে।[৬৯]
- সহজপাঠ থেকে বিভিন্ন কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে।[৭০]
- প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৭১]
- পূর্ণেন্দু পত্রীর 'মিলি' কবিতা পাঠ্য রয়েছে।[৭২]
- সমাজের বিভিন্ন মানুষদের পেশা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৭৩]
- ঘড়ি দেখে তিরিশ মিনিটের ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৭৪]
- রহীম শাহ –এর 'ছুটি' কবিতা।[৭৫]
- ক্যালেণ্ডারের ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৭৬]
- Wee willie winkie নামক ইংরেজি ছড়া।[৭৭]
- গন্তব্যে পৌছানোর কর্মপত্র।[৭৮]
- ইংরেজিতে tense এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে yesterday and today এর মাধ্যমে।[৭৯]
- সাপ ও লুডোর খেলার মাধ্যমে গণিত শিক্ষা।[৮০]
- গণিতের ভাষায় সমস্যা সমাধান (যোগ-বিয়োগ)।[৮১]
- কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রজাপতি' গান।[৮২]

- স্বপন বুড়োর 'প্রথম পুরস্কার' নামক নাটক।[৮৩]
- একটি সামাজিক ছবির মাধ্যমে এই বইটির সামগ্রিক ভাবমূল অনুসন্ধানের কর্মপত্র।[৮৪]

এখানে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলাদা ভাবে আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি না। 'হাতির মা' গল্পটিতে হাতিদের সম্পর্কে বাচ্চারা ধারণা পাবে, এই লেখাটি প্রকৃতি কেন্দ্রিক। 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক ছড়াটিতে সমাজ ও কল্পনার মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। 'বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ' গল্পটিতে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 'If you ever watched a butterfly' নামক ছড়াটিতেও শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'মেঘের মুলুকে' ভ্রমণ কাহিনিতে প্রকৃতি ও মানুষের প্রকৃত ভালোবাসা গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। 'ছুটি' কবিতাটিতে সমাজ এবং প্রকৃতির মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়।

'আমার বই' তৃতীয় পর্বে যে ভাবমূলকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হল, আমার বই তৃতীয় পর্বে শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং সমাজের সঙ্গে অভিযোজন করা দুটোই খুব বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, আমরা শুধুমাত্র যদি সমাজবদ্ধ জীব হয়ে উঠি তাহলে আমরা প্রকৃতিকে ভালবাসতে ভুলে যাব। আমরা জঙ্গল কেটে কেটে নগর স্থাপন করে যাব অর্থাৎ সমাজকে বিভিন্নভাবে বাড়িয়ে চলবো। বিভিন্ন কলকারখানা নির্মাণ করে কীভাবে সমাজের উন্নতি হয় সেই দিকেই আমরা নজর রাখবো। ঠিক এ কারণেই, শিশুদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার বোধ তৈরি করতে হবে গাছ এবং ফুলেদের প্রতি তাদের যাতে গভীর ভালোবাসা হয়। তার সমস্ত রকম আয়োজন করা প্রয়োজন। তারা যাতে গাছেদের গুরুত্ব বুঝতে শেখে, তারা যাতে গাছ লাগাতে শেখে সেদিক থেকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ সমাজ ও প্রকৃতি কত ঘনিষ্ঠভাবে মানুষের মধ্যে জড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে শিশুদের অবগত করিয়ে খুব ভালোবাসা দিয়ে তাদের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করতে হবে। পরিবেশকে নির্মল রাখতে হবে, শুধু সমাজ পরিষ্কার রাখলে হবে না। প্রকৃতির উপর মানুষ যাতে কোনও অত্যাচার না করে সে বিষয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে এখন আমরা দেখে নিই সহজপাঠে এই প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে কীভাবে মেলবন্ধন তৈরি করা হয়েছে-

- বন্যা বনাম মানুষের ক্ষয়ক্ষতি।[৮৫]
- বনের মধ্যে কুড়ে ঘর বাঁধা।[৮৬]
- উস্রি নদীতে ঝর্না ও মানুষের ভ্রমণ পিপাসা।[৮৭]
- ডালে ডালে রোদ ওঠার দৃশ্য।[৮৮]
- শালিক পাখির ঝগড়া ও ছোট্ট মেয়ের শাড়ি রোদে দেওয়ার দৃশ্য। [৮৯]
- বন্ধ চোখ খোলা ও আকাশকে দেখার দৃশ্য। [৯০]
- বাঁশ বাগানের মাথায় ও তেঁতুল গাছের পাতায় হাসির ধ্বনির কল্পনা।[৯১]

'আমার বই' তৃতীয় পর্বে সহজপাঠ থেকে অনেক কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে। এবং সহজপাঠের মতো প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরি করা হয়েছে। শিশুদের এই মেলবন্ধনের শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, বর্তমান দিনে সমাজ ও নগরায়নের মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শিশুরা যাতে প্রকৃতিকে ভালোবাসে, যেমন- ফুল, গাছ, কীটপতঙ্গ...ইত্যাদির প্রতি শিশুদের একাত্মতার চেষ্টা করতে হবে। 'সমাজ প্রকৃতির বাইরে গেলে সে মৃত'- এই চিন্তাকে শিশুশিক্ষায় প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, কিন্তু এটা যে সমাজতন্ত্রের বিষয় নয়, এটা যে রাজতন্ত্রের বিষয়, পরে সেটা বুঝেছি। আসলে মানুষ প্রকৃতিবদ্ধ জীবন, প্রকৃতিকে ছাড়া সমাজের কোনও মূল্য নেই, প্রকৃতি

মানে শুধু মাত্র গাছপালা নয়, আলো, বাতাস, মাটি, মানুষ এই সবকিছুর মধ্যেই অখণ্ড ভাবে প্রকৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সমাজকে তার কৃত্তিম অংশ হিসাবে নির্মাণ না করে প্রাকৃতিক অংশ হিসাবে নির্মাণ করা উচিত।

উপসংহার: পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগকে কেন্দ্রে রেখে 'আমার বই' এর তিনটি পর্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে কখনো ভিত্তিপাঠ কিংবা কখনো অনুসারী পাঠ যেমন রয়েছে তেমনি 'সহজপাঠ' কেন্দ্রিক অনেক কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে। যার ফলে শিশুদের 'আমার বই' পড়ার আগ্রহে কার্যকর ভূমিকা দিতে পারে। এবং সহজপাঠের অনেক ভাবমূলকে কেন্দ্র করে 'আমার বই' প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা উপরোক্ত আলোচনায় সেগুলি স্পষ্ট করেছি। তবে বিশেষভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষাতে, আমরা সাধারণভাবে জানি যে শিশুরা প্রকৃতির সৃজনশীল জীব, তাই তারা প্রাকৃতিক বিষয়গুলি আগে খুব সহজে শিখে নিতে পারে; কারণ, সেগুলো তাদের আত্মার সঙ্গে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে। তারা সমাজ বিষয়ে ততটা একনিষ্ঠ নয়, তারা তখনও ক্রোনোলজিক্যাল নয়, তাদের মধ্যে অনেক অগোছালো ভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে ওঠে কিন্তু সামাজিক হয়ে উঠলেও, যাতে তাদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকে সেজন্য ফুলের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাহলে 'আমার বই' প্রথম পর্বে শিশুদের প্রকৃতির প্রতি বোধ তৈরি, দ্বিতীয় পর্বে সমাজের প্রতি বোধ তৈরি, তৃতীয় পর্বে সমাজ ও প্রকৃতির প্রতি মিশ্র বোধ তৈরি করা হয়েছে। সহজপাঠেও সমাজ ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১) বিশেষজ্ঞ কমেটি। ডিসেম্বর ২০২৩। আমার বই। দ্বিতীয় শ্রেণি। প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৯৫।

২) বিশেষজ্ঞ কমেটি। ডিসেম্বর ২০২৩। আমার বই। দ্বিতীয় শ্রেণি, দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১৭৯।

৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। ডিসেম্বর ২০২৫। সহজপাঠ। প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ২।

৪) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-১৭।

৫) বিশেষজ্ঞ কমেটি। ডিসেম্বর ২০২৩। আমার বই। দ্বিতীয় শ্রেণি, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৫১।

৬) বিশেষজ্ঞ কমেটি। ডিসেম্বর ২০২৩। আমার বই। দ্বিতীয় শ্রেণি, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৩-২৫।

৭) তদেব, বনের পথে, পৃ-৩।

৮) তদেব, See and say, পৃ-২৮।

৯) তদেব, আলো আমার আলো, পৃ-৩৩।

১০) তদেব, শিখন পরামর্শ, পৃ-৩৩।

১১) তদেব, প্রভাতবর্ণন, পৃ-৩৪।

১২) তদেব, পৃ-৩৪।

১৩) তদেব, See and say, পৃ-৪২।

১৪) তদেব, ছোট ও বড়ো, পৃ-৪৯।

১৫) তদেব, কাঠিতে বল বসাই, পৃ-৫৪।

১৬) তদেব, টাকার হিসাব, পৃ-৬১।
১৭) তদেব, জাতীয় সংগীত, পৃ-৬৭।
১৮) তদেব, বর্ষার দিনে, পৃ-৬৯।
১৯) তদেব, Months and year, পৃ-৭০।
২০) তদেব, দল গঠন করে শিক্ষা, পৃ-৫৯।
২১) তদেব, কার্ড দিয়ে সংখ্যা বাড়াই, পৃ-৮০।
২২) তদেব, বাদল দিনে পৃ-৭৩।
২৩) তদেব, ক্রমান্বয় মাস শিখন, পৃ-৭৫।
২৪) তদেব, বাংলা মাসের নাম, পৃ-৮৬।
২৫) তদেব, বারোমেসে, পৃ-৮৫।
২৬) তদেব, স্থানীয় মান ও প্রকৃত মান, পৃ-৮৯।
২৭) তদেব, আর্টিকেল, পৃ-৯১।
২৮) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, দ্বিতীয় শ্রেণি দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৯৫।
২৯) তদেব, see and say, পৃ-৯৭।
৩০) তদেব, অন্যখানে, পৃ-১০২।
৩১) তদেব, listen and say, পৃ-১০৪।
৩২)তদেব, উচিত শিক্ষা, পৃ-১০৮।
৩৩) তদেব, জ্যামিতিক চিত্র, পৃ-১১৩।
৩৪) তদেব, পাখিদের আচরণ, পৃ-১১৫।
৩৫) তদেব, ইংরেজি বাক্য, পৃ-১১৬।
৩৬) তদেব, see and say, পৃ-১১১।
৩৭) তদেব, অতিথ পাখি, পৃ-১২০।
৩৮) তদেব, see and say, পৃ-১২৭।
৩৯) তদেব, ইংরেজি ছড়া, পৃ-১২৪।
৪০) তদেব, একক ও দশক শিক্ষা, পৃ-১২৫।
৪১) তদেব, যোগ, পৃ-১২৮।
৪২) তদেব, ইংরেজি ছড়া, পৃ-১৩৩।
৪৩) তদেব, আমাদের গ্রাম, পৃ-১৩৭।
৪৪) তদেব, বুদ্ধির পরীক্ষা, পৃ-১৪৮।
৪৫) তদেব, পরোপকার, পৃ-১৫৩।
৪৬) তদেব, গাছে গাছে, পৃ-১৫৯।
৪৭) তদেব, আমার বাড়ির কাছে, পৃ-১৬৬।
৪৮) তদেব, বিয়োগ করে ভাগ, পৃ-১৭০।
৪৯) তদেব, ও রোদ্দুর, পৃ-১৭২।
৫০) তদেব, Some teddy bears, পৃ-১৭৪।

৫১) তদেব, শিখন পরামর্শ, পৃ-১৭৮।
৫২) তদেব, আমাদের গ্রাম, পৃ-১৩৭।
৫৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১-২ ।
৫৪) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-৩-৪।
৫৫) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-৫-৬।
৫৬) তদেব, Our family, পৃ-৭-৮।
৫৭) তদেব, আকার শিখন, পৃ-৯-১০।
৫৮) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-১১-১২।
৫৯) তদেব, শিলাবৃষ্টি, পৃ-১৫-১৬।
৬০) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-১৭-১৮।
৬১) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, দ্বিতীয় শ্রেণি তৃতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১৮৫।
৬২) তদেব, হাতির মা, পৃ-১৮৭।
৬৩) তদেব, শব্দকল্পদ্রুম, পৃ-১৯৩।
৬৪) তদেব, English Rhyme, পৃ-১৯৪।
৬৫) তদেব, গল্পের মাধ্যমে ভাগের ধারণা, পৃ-১৯৬।
৬৬) তদেব, See and say পৃ-১৯৭।
৬৭) তদেব, বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ পৃ-১৯৯।
৬৮) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২০৩।
৬৯) তদেব, মেঘের মুলুক, পৃ-২০৪।
৭০) তদেব, কর্মপত্র, পৃ-২১০।
৭১) তদেব, পশুদের শ্রেণিবিভাগ, পৃ-২২৮।
৭২) তদেব, মিলি, পৃ-২২৯।
৭৩) তদেব, বিভিন্ন পেশা পরিচিতি, পৃ-২৩৪।
৭৪) তদেব, ঘড়ি দেখে সময়ের ধারণা, পৃ-২৩৬।
৭৫) তদেব, ছুটি, পৃ-২৩৭।
৭৬) তদেব, দিন ও মাসের ধারণা, পৃ-২৪০।
৭৭) তদেব, English Rhyme, পৃ-২৫৫।
৭৮) তদেব, গন্তব্যের পথ, পৃ-২৪৫।
৭৯) তদেব, tense, পৃ-২৪৬।
৮০) তদেব, সাপ লুডো খেলা, পৃ-২৫২।
৮১) তদেব, টবে মাটি ভর্তি করি, পৃ-২৫৭-৫৮।
৮২) তদেব প্রজাপতি! প্রজাপতি! পৃ-২৬৪।
৮৩) তদেব, প্রথম পুরস্কার, পৃ-২৬৫-৬৭।
৮৪) তদেব, চিত্রশিখন পৃ-২৭২।

৮৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১১-১২।

৮৬) তদেব, পঞ্চম পাঠ, পৃ-১৩-১৫।

৮৭) তদেব, ষষ্ঠ পাঠ, পৃ-১৫-১৬।

৮৮) তদেব, নবম পাঠ, পৃ-২৩।

৮৯) তদেব, নবম পাঠ, পৃ-২৪-২৫।

৯০) তদেব, দশম পাঠ, পৃ-২৮।

৯১)তদেব, দশম পাঠ, পৃ-২৯।